মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৩য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর ২০২২

প্রথম রবিউল হুসাইন স্মারক বক্তৃতা

কবি, স্থপতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা রবিউল হুসাইন। তাঁর কর্মযজ্ঞের ব্যপ্তি ছিল নানান ক্ষেত্রে, তবে পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন স্থপতি এবং নিজেকে ঋদ্ধ করেছেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের মন্ত্রে। তাঁর জীবনচর্চায় স্থাপত্য এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে স্থপতিদের ইন্সটিটিউট তৈরি হলে তিনি ছিলেন সেটির প্রথম ট্রেজারার, পরবর্তীতে চারবার এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে দেশের প্রতি দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে ৭ জন সহযোদ্ধার সাথে নিজেকে নিবেদিত করেছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে, এর প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি হিসেবে। ২০১৯ সালে প্রয়াত নিভৃতচারী, বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী রবিউল হুসাইনের স্মৃতি বহমান রাখতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে উদ্যোগ নিয়েছে, তাতে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউট যুক্ত হবে সেটি স্বাভাবিক। ৮ নভেম্বর ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউটের যৌথ আয়োজনে প্রথম রবিউল হুসাইন স্মারক বক্তৃতা আয়োজিত হলো বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে। প্রথম রবিউল হুসাইন স্মারক বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত মার্কিন জাদুঘর বিশেষজ্ঞ বারবারা এফ চার্লস। বারবারার রয়েছে খ্যাতিমান মার্কিন নকশাকার, স্থপতি ও চলচ্চিত্রকার চার্লস ইমস ও তাঁর স্ত্রী রে ইমসের প্রতিষ্ঠানে কাজ করার এবং আরেক খ্যাতিমান স্থপতি লুই আই কান জাদুঘরে কাজ করার বর্ণিল অভিজ্ঞতা, এর সাথে যোগ হয়েছে আগারগাঁও- স্থায়ী মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনীর কাজে পরামর্শক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা। বারবারা তাঁর এই বিশাল অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার মেলে ধরলেন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে উপস্থিত গুণীজন, শিল্পী, প্রকৌশলী শিক্ষার্থীসহ অভ্যাগতদের সামনে।

সূচনায় বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউটের সাবেক সভাপতি কাজী গোলাম নাসের বলেন রবিউল হুসাইন ছিলেন একজন ঝিনুকসম মানুষ, যার বাইরের বৃত্তের গভীরে ছিল এটি অনিন্দ্য সুন্দর মন, ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রথম রবিউল হুসাইন স্মারক বক্তৃতার অংশবিশেষ : বারবারা এফ. চার্লস

I am delighted to be here and absolutely delighted to be the first speaker for the Rabiul Husain Memorial Lecture. Rabiul Bhai was droll, charming and insightful. I always enjoyed talking with him and hearing his thoughts as the exhibitions for the new Liberation War Museum evolved.

I worked for the Office of Charles Eames at the beginning of my career; I worked on the restoration of two of Louis Kahn's three museums in the middle; and now I am working with the trustees, staff and volunteers of the Liberation War Museum. I hope as I ruminate about these different experiences and what I may have learned, that you find it interesting, or at least not too boring.

Kahn, of course, was one of the most significant architect of the 20th century. Eames, who was asked to leave his Beaux-arts architectural studies after two years for being "prematurely interested and concerned with Frank Lloyd Wright," practiced architecture early on always thought of himself as an architect. In his last interview, he commented: "I use architect as a generic term, because for me it's come to mean just giving structure to anything."

I had the opportunity to work with Kahn's museums because Bob Staples and I, after thirty years, had made a pretty good reputation for ourselves as interpretive planners and designers for museums. My chance to work at the Eames Office, however, was literally a chance, a fluke. I was a few years out of college, had made theater costumes professionally and when I couldn't find work in Hollywood, a costume designer whom I had met, suggested to her friends, Charles and Ray Eames, that I might be useful. I didn't know who they were. I quickly learned. Over the nearly forty years that their office was active, they created significant furniture, films and exhibitions.

LIBERATION WAR MUSEUM

What can I tell you about the Liberation War Museum? If you haven't been there you must go. My role was to help find the structure for the exhibitions as the museum was moving to its new home in Agargaon and share whatever skills I have with the young team. I learned far more than I could possibly offer.

Twenty-five years after the independence of Bangladesh, the museum was conceived by eight trustees to preserve the history of the war for independence and assure that future generations learned of the shared Bengali values for which they had fought and for which so many had lost their lives. The dedication of these trustees is truly inspiring.

Almost every museum worldwide has a mission to engage the public and be relevant to their communities, whether local or national or international. But the Liberation War Museum is a true Agent of Change, active on the national stage and increasingly internationally, encouraging people to care-to care about values and what we can do to make a more just world and to confront ignorance about genocide and other horrors of

humanity.

For me the lesson of the Liberation War Museum is "commitment" from the trustees, from the staff, from the volunteers, and through all of them to the nation.

Let me close with a pair of quotes.-Perhaps especially for the student.

Charles Eames had an expression that Bob and I often repeated to each other: "What's the best you can do by Tuesday?"

"Tuesday" of course is a stand-in, a metaphor for any real deadline or any other real or imagined barrier to excellence.

And as Kahn would say:

"Very good isn't good."

এডওয়ার্ড কেনেডি জুনিয়র ও তাঁর পরিবারের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

প্রয়াত মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডি বাংলাদেশ ধারণার একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জারের যৌথ প্রচেষ্টা উপেক্ষা করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি ১১ আগস্ট ১৯৭১ বাস্তুচ্যুত বাঙালিদের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করতে ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলোতে যান। দিল্লিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি নিক্সন-কিসিঞ্জার প্রশাসনের নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে তাঁর স্মৃতিচিহ্নের উল্লেখ রয়েছে। প্রয়াত মার্কিন সিনেটর এডওয়ার্ড এম কেনেডির ছেলে ও প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভ্রাতুষ্পুত্র এডওয়ার্ড এম কেনেডি জুনিয়র ১ নভেম্বর ২০২২ বুধবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এইসময় তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ, যথা-ক্রমে তাঁর স্ত্রী কিকি কেনেডি, মেয়ে ড. কেইলি কেনেডি, ছেলে টেডি কেনেডি, ভাতিজি গ্রেস কেনেডি অ্যালেন ও ভাতিজা মাক্স অ্যালেন এডওয়ার্ড (টেড) এম কেনেডি জুনিয়র উপস্থিত ছিলেন। কেনেডি পরিবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ‘শিখা চির অম্লান’-এ ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তারপর জাদুঘরের সকলের সাথে কেনেডি পরিবার পরিচিত হন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এডওয়ার্ড (টেড) এম কেনেডি জুনিয়র সবার উদ্দেশ্যে বলেন ‘আমি এবং আমার পরিবার অনেক গর্বিত, কারণ বাংলাদেশের মানুষ আমার প্রয়াত পিতার ভূমিকার কথা আজো মনে রেখেছেন।’ তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশের পরবর্তী প্রজন্ম কখনই যেন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ত্যাগের কথা ভুলে না যায়। পরে তারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন। জাদুঘরের দর্শনার্থী বইয়ে তিনি হৃদয়গ্রাহী একটি মন্তব্য লেখেন, ‘..... এই জাদুঘরটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে সচেতন নাগরিক হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। ১৯৭১ সালে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার পিতার ভূমিকায় আমরা গর্বিত...’।

তাবাসসুম নিগার ঐশী
গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

মুক্তিযুদ্ধে পিতার অবদান স্মরণ
জাদুঘরে লর্ড বিলিমোরিয়ার স্মৃতিচারণ

মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফরিদুন বিলিমোরিয়ার অবদান সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে তাঁর পুত্র লর্ড করন বিলিমোরিয়া, সিবিই, ডিএল, গত ১৭ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত এক বিশেষ বক্তৃতায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। বক্তৃতার মূল প্রতিপাদ্য ছিলো, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফরিদুন বিলিমোরিয়ার ভূমিকা। সভায় উপস্থিত ছিলেন জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর ও মফিদুল হক। আয়োজনের শুরুতে সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের দুই তরুণ গবেষক লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফরিদুন বিলিমোরিয়া এবং তার পুত্র লর্ড করন বিলিমোরিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন। আসাদুজ্জামান নূর স্বাগত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথি লর্ড বিলিমোরিয়া তার পিতার অবদান নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবদান প্রসঙ্গে তিনি পীরগঞ্জ ও বগুড়া যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে তার পিতা নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার বক্তৃতা শেষে লর্ড বিলিমোরিয়া শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক-এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। লর্ড বিলিমোরিয়া মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্রন্থাগারের জন্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল ফরিদুন বিলিমোরিয়াকে নিয়ে লেখা একটি বই উপহার দেন। পরিশেষে তিনি ও জাদুঘরের সদস্যগণ একত্রে জাদুঘরের গ্যালারিসমূহ পরিদর্শন করেন। লর্ড করন বিলিমোরিয়া বর্তমানে বার্মিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের দায়িত্ব পালন করছেন। একইসাথে তিনি কনফেডারেশন অব ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিজের (সিবিআই) ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং হাউস অব লর্ডসের একজন ইনডিপেনডেন্ট ক্রসবেঞ্চ পিয়ার ।

আনিকা জুলফিকার
গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

সিএসজিজের মাসিক বক্তৃতা : তৃতীয় পর্ব
মিয়ানমারের জেনোসাইড কনভেনশন লঙ্ঘন অভিযোগ ও জবাবদিহিতার বর্তমান পরিস্থিতি

গত ২৭ অক্টোবর সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেমিনার কক্ষে মাসিক বক্তৃতা সিরিজের তৃতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বে ‘জাতিসংঘের জেনোসাইড কনভেনশন লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত মিয়ানমার রাষ্ট্রের জবাবদিহিতা: আন্তর্জাতিক আদালতে সাম্প্রতিক অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ গতিধারা’ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আন্তর্জাতিক আইনের গবেষক ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী কাওসার আহ্‌মেদ। স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে সভায় উপস্থিত সকলকে অভ্যর্থনা জানান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং সিএসজিজের পরিচালক মফিদুল হক। কাওসার আহ্‌মেদ তার বক্তৃতার সূচনালগ্নে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) পদ্ধতিগত আইনি বিধান নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ওআইসির সহযোগিতায় গাম্বিয়া জেনোসাইড কনভেনশনের ৯ অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলাটি দাখিল করে। অপরদিকে, রোহিঙ্গা সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তিতে আদালতটির এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলে মিয়ানমার। এছাড়াও গাম্বিয়ার মামলা দাখিলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়েও আপত্তি প্রকাশ করে মিয়ানমার, যেহেতু মিয়ানমারের ভাষ্যমতে রোহিঙ্গা সমস্যায় গাম্বিয়া কোনভাবে বা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। কাওসার আহ্‌মেদ জানান, ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত উক্ত মামলা সম্পর্কিত অন্তর্বর্তীকালীন পদক্ষেপসমূহ (প্রভিশনাল ম্যাজারস) গ্রহণ করে, যেখানে আদালত মিয়ানমারকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণহত্যার মতো অপরাধকর্ম বন্ধ করার আদেশ দেয়। আদালত এছাড়াও নিরাপত্তা বাহিনীকে গণহত্যা থেকে বিরত রাখতে এবং মামলা সম্পর্কিত প্রমাণাদি সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মিয়ানমারকে নির্দেশ প্রদান করে।
প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে বক্তব্য-অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

মেহজাবিন নাজরানা
গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে ট্রানজিশনাল জাস্টিস প্রশিক্ষণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-স্বেচ্ছাসেবী

মুক্তিযুদ্ধ জাদুরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)'র গবেষণা সহকারী ও তরুণ গবেষক তাবাস্সুম ইসলাম তামান্না গত ১০-১৪ অক্টোবর ২০২২, ইন্দোনেশিয়া ভিত্তিক মানবধিকার সংস্থা এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস্ (আজার) আয়োজিত ট্রানজিশনাল জাস্টিস বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ ছাড়াও মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, তিমুর লিস্তে এবং ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত তরুণ গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন। প্রশিক্ষণের বিভিন্ন উপস্থাপনায় প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ দেশের গণহত্যার ইতিহাস ও সংঘর্ষ-পরবর্তী শান্তি উদ্যোগসমূহের কথা তুলে ধরেন।

ট্রানজিশনাল জাস্টিস বিষয়ক এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য শুধু তরুণদের মধ্যে এ-নিয়ে বিস্তর আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিভিন্ন দেশ থেকে আগত তরুণদের প্রত্যেককে তাদের নিজ নিজ গণহত্যার ইতিহাস তুলে ধরতে ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা -পর্যালোচনা করতে শিখিয়েছে। সমগ্র পৃথিবী জুড়ে গণহত্যার যে মোটামুটি একইরকমের চিত্র প্রতীয়মান, তা তরুণ প্রশিক্ষণার্থীরা আলোচনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে প্রেরিত প্রতিনিধি তাবাস্সুম ইসলাম তামান্না সিএসজিজের কার্যাবলী নিয়ে একটি উপস্থাপনা করেন, যেখানে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উপর নির্মিত তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন। এছাড়াও, তিনি সিএসজিজের রোহিঙ্গা বিষয়ক গবেষণাকর্ম নিয়ে আলোচনা করেন।

তাবাস্সুম ইসলাম তামান্না
গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

সিএসজিজের মাসিক বক্তৃতা : চতুর্থ পর্ব

'ম্যান্ডোলিন ইন এক্সাইল' পরিচালক রফিকুল আনোয়ার রাসেলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা

গণহত্যা, নৃশংস অপরাধ প্রতিরোধ, শান্তি, স্মৃতিচারণ এবং ন্যায়-বিচার সম্পর্কিত বিষয়গুলোর উপর সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে) সম্প্রতি মাসিক বক্তৃতামালার আয়োজন শুরু করেছে। ৪র্থ মাসিক বক্তৃতাটি আয়োজন করা হয় ৫ নভেম্বর ২০২২। বক্তা ছিলেন চলচ্চিত্র পরিচালক রফিকুল আনোয়ার রাসেল এবং তার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিলো 'ম্যান্ডোলিন ইন এক্সাইল: রোহিঙ্গাদের জন্য ন্যায়-বিচার প্রাপ্তির সম্ভাবনার গল্প'। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের শুভেচ্ছা বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রযোজিত ও রফি-কুল আনোয়ার রাসেল পরিচালিত 'এ ম্যান্ডোলিন ইন এক্সাইল' প্রামাণ্যচিত্র রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরের অভ্যন্তরে জীবন-প্রবাহের একটি ধারণা প্রদান করে। প্রামাণ্যচিত্রের মূল চরিত্র মোহাম্মদ হোসেন একজন উদ্বাস্তু, যিনি ম্যান্ডোলিনে সুর তুলে দেশহারা রোহিঙ্গা জনগণের অতীতের নিপীড়ন, বর্তমানের বাস্তবতা এবং হারানো স্বদেশের জন্য সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষার কথা পুরো বিশ্বকে প্রতিনিয়ত শুনিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতেও তিনি গান করে বেড়ান। ম্যান্ডোলিনের সুরের আবহে প্রামাণ্যচিত্রটি শরণার্থী পুরুষ, মহিলা এবং শিশুদের সাথে কথোপোকথন দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

ডকুমেন্টারিটিতে মোহাম্মদ হোসেন উল্লেখ করেন, 'আমি সংগীতের সাথে থাকি, এটির সাথে আমি ভালো থাকি ও শক্তি অনুভব করি, আমি মারা যাবো যদি আমি ম্যান্ডোলিন বাজাতে না পারি'। পরিচালক রফিকুল আনোয়ার রাসেল ক্যাম্প জীবনের অনেক দিক তুলে ধরেন এই ডকুমেন্টারিটিতে। ডকুমেন্টারি প্রদর্শন শেষে পরিচালক রফিকুল আনোয়ার রাসেল বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি তার বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, কীভাবে ডকুমেন্টারির এই বিষয়টি তাকে আকৃষ্ট করেছে এবং এটি বানাতে গিয়ে তিনি কী কী বাধার মুখোমুখি হয়েছিলেন। এছাড়াও রোহিঙ্গাদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তার অনুভূতি ও তাদের দাবিসহ তুলে ধরেন।

প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে নভেম্বর মাসের বক্তৃতা আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে।

তাবাসুম নিগার ঐশী ও মো: জাহিদ-উল ইসলাম
গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

ভারতের পার্টিশন মিউজিয়াম পরিদর্শন ও ইন্দোনেশিয়ায় আজারের কর্মশালায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা শোনালেন সিএসজিজের স্বেচ্ছাসেবীত্রয়

গত ২৯ অক্টোবর সেন্টার ফর দা স্টাডি অব জেনোসাইড ও জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর তিনজন স্বেচ্ছাসেবী গণহত্যার উপর অনুষ্ঠিত দেশের বাইরে বিভিন্ন আয়োজনে অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন। শুরুতে সেন্টারের স্বেচ্ছাসেবী ফয়সাল শাহরিয়ার রাতুল ভারতের অমৃতসরের পার্টিশন মিউজিয়াম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। ১৯৪৭ সালে বিভক্তির পরে যে সহিংসতা শিখ এবং হিন্দুদের পাশাপাশি পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানদের ওপর নেমে এসেছিল- তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। দেশভাগের পর ১০ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিল ও ১ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। সবশেষে তিনি পার্টিশন পরবর্তী দাঙ্গায় বেঁচে যাওয়া বিশেষ করে ট্রেনে হত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা এবং পদ্ধতিগত হত্যাকাণ্ড ও বিভাজনের অভিজ্ঞতাসহ নানাবিধ বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি তুলে ধরেন। পার্টিশন মিউজিয়ামের উপর নির্মিত তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ফয়সাল শাহরিয়ার রাতুলের পরিবেশনা সমাপ্ত হয়। এরপর সেন্টারের অন্য আরেক স্বেচ্ছাসেবী পৃথি মেজবাহিন ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস (আজার)-এর শান্তি পুনর্স্থাপন (পিস বিল্ডিং) ও ট্রানজিশনাল জাস্টিসের উপর অনুষ্ঠিত কর্মশালায় তার অংশগ্রহণ সম্পর্কে কথা বলেন। সেন্টারের গবেষণা সহকারি তাবাসসুম ইসলাম তামান্না ইন্দোনেশিয়ার বালিতে একই প্রতিষ্ঠানের ট্রানজিশনাল জাস্টিসের উপর অনুষ্ঠিত কর্মশালায় তার অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। আলোচনায় তিনি উল্লেখ করেন যে, এই কর্মশালায় বাংলাদেশের প্রতিনিধির পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া, তিমুর লেসতে ও মিয়ানমার থেকে আগত প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর ও এক্টিভিস্টদের একত্রিত করা হয়েছিল, যেন তারা কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান দিয়ে নিজ নিজ দেশে গণহত্যার মতো অপরাধের দায় নিরূপনের মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়-বিচার নিশ্চিত করতে পারে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি ও সিএসজিজের পরিচালক মফিদুল হকের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

নুসাইবা জাহান
গবেষণা সহকারী, সিএসজিজে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ষাটের অধিক গ্রন্থাগারকে নিয়ে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির তৃতীয় দিন ২৬ অক্টোবর ২০২২, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুষ্ঠিত হলো 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে গ্রন্থাগারিকদের ভূমিকা' শীর্ষক কর্মশালা। কর্মশালার সূচনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন। স্বাগত বক্তব্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মিনার মনসুর বলেন, আজকে গ্রন্থাগারিকদের জন্য বিশেষ সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, এর মধ্য দিয়ে তারা নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি ভবিষ্যতে নিয়মিতভাবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার একটি দিন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হবে বলে উল্লেখ করেন। প্রথম সেশনে গ্রন্থাগারিকরা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র দেখেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন। দ্বিতীয় সেশনে গ্রন্থাগারসমূহ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তথ্য-ভান্ডার থেকে কী ধরণের সহায়তা পেতে পারেন সে বিষয়ে আলোচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্রন্থাগার ও গবেষণা ব্যবস্থাপক ড. রেজিনা বেগম। তিনি ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচির উল্লেখ করে বলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি করে থাকে। শুক্রবার বা অন্যান্য ছুটির দিন ঐ অঞ্চলে অবস্থিত গ্রন্থাগার যোগাযোগ করলে সেখানে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যাবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র এবং প্রদর্শনযোগ্য প্রামাণ্যচিত্রের ভাণ্ডার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন লিবারেশন ডকফেস্টের উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ।

তৃতীয় পর্বে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে গ্রন্থাগারিকদের করণীয় বিষয়ে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারিকরা এ বিষয়ে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করেন। তারা যে উদ্যোগগুলো নিতে পারেন বলে মনে করেন তার মধ্যে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ, সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট থেকে অভিজ্ঞতা শোনা। অনেকে মনে করেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রন্থাগার কর্মীরা ঢাকায় এলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শনে তাদের উৎসাহী করতে হবে। সবশেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, যারা এই জাদুঘরটি প্রতিষ্ঠা করেছেন তাদের যেমন কেউ বলে দেয়নি এ কাজটি করার কথা, ঠিক তেমনি আপনারাও নিজ দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছেন, কোনোরকম ব্যক্তিগত প্রাপ্তি বা সুবিধা ভোগের প্রত্যাশা থেকে নয়। জাদুঘর এবং গ্রন্থাগার দু'টি প্রতিষ্ঠানের বড়ো শক্তি হচ্ছে সমাজের শক্তি, জনগণের সমর্থনের শক্তি। জনগণের সহজাত সম্পৃক্ততা রয়েছে আপনাদের সাথে। আর আমরা সবাই একসাথে চেষ্টা করলে ভালো কিছু অবশ্যই করা সম্ভব।

পিস, কালচার এন্ড মেমোরি নেটওয়ার্ক
অনলাইন প্রতিনিধি সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

এশিয়ান কালচারাল কাউন্সিল (এসিসি) আয়োজিত "Solidarity through Nature and Art" শীর্ষক সম্মেলন গত ২১ অক্টোবর ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিনিধি সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর (বাংলাদেশ), ভিয়েতনাম উইমেন মিউজিয়াম (ভিয়েতনাম), টুল স্লাং জেনোসাইড মিউজিয়াম (ক্যাম্বোডিয়া) এবং এসিসি ও আর্ট সেন্টার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধি ও চিত্রশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে আর্কাইভ এবং ডিসপ্লে কিউরেটর, আমেনা খাতুন এবং জাদুঘরের সুহৃদ অশোক কর্মকার অংশগ্রহণ করেন।

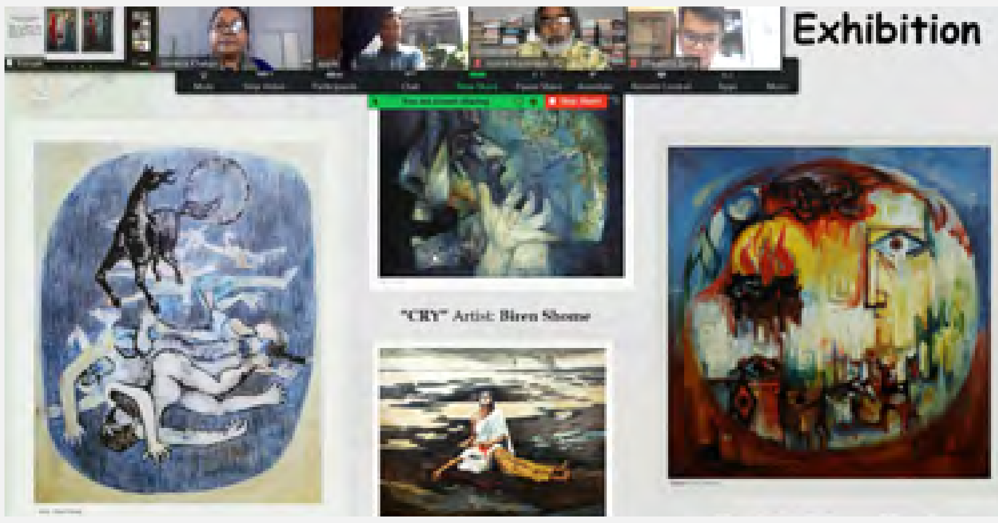

কিউরেটর আমেনা খাতুন 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শিল্পী এবং তাদের শিল্পকর্মের ভূমিকা' শীর্ষক একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ইতিহাসে শিল্পী এবং তাঁদের শিল্পকর্মের অবদান, ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত অঙ্কিত শিল্পকর্ম, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারিতে প্রদর্শিত শিল্পকর্ম, নতুন প্রজন্ম কীভাবে শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রকৃতিকে সংহত করছে সে সব বিষয় তুলে ধরা হয়।

এসিসি পিস, কালচার, মেমোরি নেটওয়ার্ক প্রতিনিধি সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ শিল্পী অশোক কর্মকার তার শিল্পীজীবন ও শিল্পকর্ম নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখা পুড়ে যাওয়া বাড়িঘর, ভয় তাড়িত মানুষের পালিয়ে যাওয়া কীভাবে তাকে শিল্পী হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে সে কথা তুলে ধরেন তার উপস্থাপনায়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দফায় ২০২৩-২০২৪-এ পিস, কালচার, মেমোরি নেটওয়ার্ক-এর কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যা এশিয়ান কালচারাল কাউন্সিল-এর সভাপতি এবং ভিয়েতনাম উইমেন মিউজিয়াম-এর উপপরিচালকের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। উক্ত আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক তার মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। পরবর্তী বছরের কার্যক্রমের দীর্ঘ আলোচনার পর যৌথ ঘোষণার মধ্য দিয়ে এশিয়ান কালচারাল কাউন্সিল (এসিসি) আয়োজিত পিস, কালচার, মেমোরি নেটওয়ার্ক প্রতিনিধি সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে টিম

প্রথম রবিউল হুসাইন স্মারক বক্তৃতা

১ম পৃষ্ঠার পর

যাকে আমরা পাশে পেয়েছি কখনো বড়ো ভাই আবার কখনো বন্ধু হিসেবে। অনেক সংগ্রামের জীবন ছিল নিজের, কিন্তু তিনি ঝিনুকের মতোই অন্যের জন্য মুক্তার মালা গেঁথে গেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, আজকের আয়োজন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে স্থপতিদের রয়েছে নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এই সেতুবন্ধন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যাত্রা শুরুর সময় থেকে। বাংলাদেশে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশে বহুরকমভাবে অবদান রেখে গেছেন রবিউল হুসাইন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে যত স্থাপত্য রয়েছে তার পেছনে রবিউল হুসাইন নিজে যেমন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন আবার এই আয়োজনে যেন সত্যিকার অর্থে স্থাপত্য প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য উঠে আসে সেটি তিনি নিশ্চিত করেছেন। আজকের সন্ধ্যায় রবিউল হুসাইনকে আমরা স্মরণ করছি আর যে বন্ধনটা তিনি রচনা করে গেছেন তা উদযাপন করছি। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রয়াত তিনজন ট্রাস্টি স্মরণে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জিয়াউদ্দিন তারিক আলী স্মরণে তরুণ গবেষকদের জন্য গণহত্যা অধ্যয়ন বিষয়ে ফেলোশিপ প্রদান করা হবে এবং আলী যাকের স্মরণে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, যে স্বপ্নটা রবিউল হুসাইন ভীষণভাবে দেখতেন, একাত্তরে জীবনদানকারী মানুষেরা দেখতেন, যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু বহন করেছিলেন এবং মানুষের মধ্যে যে বীজ বপন করেছিলেন তা অব্যাহত থাকবে এবং নতুন প্রজন্ম নানাভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর বলেন, আটজন মানুষ মিলে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, তিনজন আজ নেই, আমরা খুব উদ্বিগ্ন হই। আবার যখন আপনাদের দেখি তখন আশ্বস্ত হই শংকার কিছু নেই। রবিউল হুসাইন ছিলেন একজন সৃজনশীল মানুষ, তার কাব্য, স্থাপত্য সবখানেই সৃজনশীলতার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। তিনি জীবন যাপনেও ছিলেন সৃজনশীল, একই সাথে তিনি ছিলেন নিরহংকারী, নির্বিরোধী এবং নিজ সম্পর্কে উদাসিন মানুষ।

স্মারক বক্তা বারবারা এফ. চার্লস বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হলো পরিবর্তনের নায়ক। আমার কাছে এই জাদুঘর একটি প্রতিশ্রুতির নাম।

বন্দরনগরী চট্টগ্রামে 'লিবারেশন ডকফেস্ট চট্টগ্রাম ২০২২'

প্রথমবারের মত ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও থিয়েটার ইন্সটিটিউট চট্টগ্রামের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় 'লিবারেশন ডকফেস্ট চট্টগ্রাম ২০২২'। গত ১৩-১৫ অক্টোবর পাহাড়, সমুদ্রে এবং উপত্যকায় ঘেরা চট্টগ্রাম শহরে মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্রের এই আসর বসেছিল 'থিয়েটার ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম' প্রাঙ্গণে। ১৩ অক্টোবর সকালে উৎসবের 'এক্সপোজিশন অফ ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্ট চট্টগ্রাম ২০২২' শীর্ষক কর্মশালার পরিচিতি পর্বের মাধ্যমে উৎসবের যাত্রা শুরু হয়। এই কর্মশালায় অংশ নেন মূলত চট্টগ্রামের ১৮ জন তরুণ নির্মাতা। মেন্টর হিসেবে ছিলেন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ফরিদ আহমেদ, রফিকুল আনোয়ার রাসেল, এলিজাবেথ ডি কস্তা ও তারেক আহমেদ।

কর্মশালার পরিচিতি পর্বে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও গবেষক মফিদুল হক। তিনি সবাইকে শুভেচ্ছা ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন 'পুরাতনের সাথে নতুন প্রজন্মের সেতু বন্ধন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর'। আয়োজকদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্পী ও প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা দিলারা বেগম জলি, থিয়েটার ইন্সটিটিউ চট্টগ্রামের পরিচালক আহমেদ ইকবাল হায়দার।

একই দিন বিকেল ৫টায় ছিল উৎসবের মূল উদ্বোধনী পর্ব। উৎসব প্রোগ্রামার শরিফুল ইসলাম শাওনের উপস্থাপনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. অনুপম সেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও ফিল্ম সেন্টার-এর উপদেষ্টা মফিদুল হক, উৎসবের চট্টগ্রাম কোঅর্ডিনেটর রফিকুল আনোয়ার রাসেল, উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ এবং থিয়েটার ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম-এর পরিচালক আহমেদ ইকবাল হায়দার।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন রফিকুল আনোয়ার রাসেল। তিনি বলেন, 'আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা চট্টগ্রামে এটি আয়োজন করতে পারছি।' উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ বলেন, 'আমরা বাংলাদেশের সমস্ত সাংস্কৃতিক চর্চা ঢাকা কেন্দ্রিক করে ফেলছি। আমাদের চেষ্টা থাকবে জাদুঘরের পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জেলা শহরগুলোতে উৎসবটি আয়োজন করার।' থিয়েটার ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম-এর পরিচালক আহমেদ ইকবাল হায়দার উৎসবটি আয়োজনে সহযোগী করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এরপর প্রধান অতিথি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. অনুপম সেন চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত 'মোবাইল ফোনে এক মিনিটের চলচিত্র নির্মাণ' কর্মশালায় অংশগ্রহনকারীদের সনদপত্র প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ঘটনা হল মুক্তিযুদ্ধ। এছাড়াও তিনি বিশ্বজুড়ে সাংস্কৃতির অবদমন নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ ও একইসাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচিসমূহের প্রশংসা করেন।

সমাপনী বক্তব্যে মফিদুল হক বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মসূচি প্রসারে সারাদেশের মানুষ সবসময়ই সহযোগিতা করে আসছে। এই জাদুঘর জনগণের প্রতিষ্ঠান। এখন থেকে প্রতিবছর চট্টগ্রামে এই উৎসব হবে এবং উৎসবে আরও নতুন ভাবনাও যোগ হবে।' উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রযোজিত এবং রফিকুল আনোয়ার রাসেল পরিচালিত প্রামাণ্যচিত্র 'এ ম্যান্ডোলিন ইন এক্সাইল' প্রদর্শিত হয়।

উৎসবে সকাল ১১টা, বিকেল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬টায় প্রতিদিন ৩টি করে শো অনুষ্ঠিত হয়। সকালের পর্বে মূল উৎসবের ছবির পাশাপাশি স্থানীয় স্কুল ও কলেজ শিক্ষার্থীদের নির্মিত এক মিনিটের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। উৎসবে সকাল থেকেই বিভিন্ন বয়সের মানুষের ভিড়ে মুখরিত হয় থিয়েটার ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম-এর প্রাঙ্গণ। চলচ্চিত্র উৎসবের পাশাপাশি প্রদর্শনীর জন্য থিয়েটার ইন্সটিটিউট প্রাঙ্গণে সর্বক্ষণ ছিল ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। ১৩-১৫ অক্টোবর পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত এটি উন্মুক্ত ছিল। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উৎসবে আগত মানুষের বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে ছিল বিশেষ আকর্ষণ।

এ উৎসবে দেশ-বিদেশের ২০টি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। ডকফেস্টের শেষদিনটা ছিল সবচেয়ে প্রাণোচ্ছল। লিবারেশন ডকফেস্ট চট্টগ্রাম ২০২২-এর সমাপনী ও পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠিত হয় ১৫ অক্টোবর সন্ধ্যা ছয়টায় থিয়েটার ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম মিলনায়তনে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য সাংবাদিক দৈনিক আজাদি পত্রিকার সম্পাদক এম এ মালেক। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উৎসব প্রোগ্রামার শরিফুল ইসলাম শাওন এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ, চট্টগ্রাম সমন্বয়ক রফিকুল আনোয়ার রাসেল ও নাট্য-ব্যাক্তিত্ব ও থিয়েটার ইন্সটিটিউট-এর পরিচালক আহমেদ ইকবাল হায়দার।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষ থেকে কর্মসূচি ব্যবস্থাপক রফিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি এবং চট্টগ্রামের সংগঠকদের উপহার প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে এক্সপোজিশন অফ ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্ট চট্টগ্রাম ২০২২-এ সেরা তিনটি প্রজেক্টের নাম ঘোষণা করা হয়। প্রজেক্ট তিনটি হল- সাখাওয়াত হোসেনের 'আন্ডা স্টোরি', ইরফানুল হকের 'মনন থেকে বুনন' এবং জান্নাতুল ফেরদৌস নীলার 'দিব্যধাম'। এর পরে তিনদিনের এই আয়োজনের সাথে যুক্ত সেচ্ছাসেবকদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

প্রধান অতিথি এম এ মালেক তার বক্তব্যে বলেন, 'জাদুঘর ইতিহাসকে জাদুর পরশের মাধ্যমে আমাদের সামনে নিয়ে আসেন।' মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এরকম ব্যাতিক্রমী আয়োজনকে তিনি স্বাগত জানান। সমাপনী বক্তব্যে থিয়েটার ইন্সটিটিউট চট্টগ্রামের পরিচালক আহমেদ ইকবাল হায়দার সকলের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

জারিন তাসনিম রোজা

'লা সেসিও লেসামি দ্যা মাক্ রিবু'র পরিচালক লরেন ড্রুরে-এর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

সম্প্রতি লা সেসিও লেসামি দ্যা মাক্ রিবু প্রতিষ্ঠানের পরিচালক লরেন ড্রুরে বাংলাদেশ সফর করেন। বাংলাদেশ সফরের অংশ হিসেবে লরেন ১৭ অক্টোবর ২০২২ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কিউরেটর আর্কাইভ ও ডিসপ্লে আমেনা খাতুন এবং জাদুঘরের অন্যান্য কর্মকতাবৃন্দ লরেন ড্রুরে-কে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রাঙ্গনে স্বাগত জানান। লরেন ড্রুরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কিউরেটর আর্কাইভ ও ডিসপ্লে আমেনা খাতুন জাদুঘরের আর্কাইভ বিভাগে সংরক্ষিত ডকুমেন্টস ও স্মারক সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে লরেন ড্রুরে এবং তার সফরসঙ্গী কিউরেটর ও দুনিয়াদারী আর্কাইভের সহ-প্রতিষ্ঠাতা আমীরুল রাজীবকে সম্যক ধারণা প্রদান করেন। লরেন ড্রুরে আর্কাইভের স্মারক সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করে অভিভূত হন এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে উচ্ছসিত প্রশংসা করেন।

পরের দিন ১৮ অক্টোবর লরেন ড্রুরে, আমীরুল রাজীব এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একটি প্রতিনিধি দল মাক্ রিবুর স্মৃতি বিজড়িত জামালপুর-শেরপুর সফর করেন। সেই সময় মুক্তিযোদ্ধা জহুরুল হক মুন্সির সাথে লরেন ড্রুরের দেখা হয়, মাক্ রিবু যার ছবি তুলেছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা জহরুল হক মুন্সি ড্রুরের নিকট মাক্ রিবুর সাথে তার চমৎকার স্মৃতি বর্ণনা করেন। মাক্ রিবুর স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো ভ্রমণ করে লরেন ড্রুরে বলেন; 'আমি কল্পনা করছিলাম কী ঘটেছিল, মাক্ রিবু কী দেখেছিলেন। শেরপুরে আমরা এমন জায়গা দেখেছি যেগুলো খুব সহজেই চিহ্নিত করা যায়। তবে ঢাকার জায়গাগুলো ৫০ বছর আগে দেখতে কেমন ছিল সেটা কল্পনা করতে সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু আমি মনে করি জায়গাগুলো কীভাবে বিবর্তিত হয় এবং কীভাবে ইতিহাস তার চিহ্ন রেখে যায় তা দেখা গুরুত্বপূর্ণ।'

আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে টিম

সিয়েরা লিওনের শিক্ষামন্ত্রী ড. ডেভিড সেংগেহ-এর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওনের প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী ড. ডেভিড সেংগেহ গত ২২ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক চন্দ্রজিৎ সিংহ এবং কিউরেটর আর্কাইভ ও ডিসপ্লে আমেনা খাতুন ড. ডেভিড সেংগেহ ও তার সফরসঙ্গী প্রতিনিধি দল এবং ব্র্যাকের প্রতিনিধি রাফিয়াথ রশিদ মিথিলা, হেড অব আরলি চাইল্ডহুড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-কে জাদুঘর প্রাঙ্গনে স্বাগত জানান। শিক্ষামন্ত্রী ড. সেংগেহ শিখা চির অম্লান এ মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। শ্রদ্ধাজ্ঞাপন শেষে শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শন করেন। ড. ডেভিড সেংগেহ পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করে মন্তব্যে লেখেন 'যুদ্ধ কখনোই ভালো সময় বয়ে আনতে পারে না, যদি না সেটা মুক্তির জন্য যুদ্ধ হয়। সকল শ্রেণির মানুষের মুক্তির জন্য আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এই জাদুঘর আশান্বিত করে, আমাদের সাহসী করে এবং আমাদের অনুপ্রাণিত করে।'

গ্যালারি পরিদর্শন শেষে ড. ডেভিড সেংগেহ ও প্রতিনিধি দলের সদস্যরা জাদুঘরের বোর্ডরুমে ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী এবং ট্রাস্টি মফিদুল হক-এর সাথে সংক্ষিপ্ত সভায় মিলিত হন এবং বাংলাদেশের সংগ্রামী ও গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস স্মরণ করার পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রদর্শনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আর্কাইভ এন্ড ডিসপ্লে টিম

রূপের রাণী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা ঘুরে এলো ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

রূপের রাণী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি দ্বিতীয়বারের মত অক্টোবর-নভেম্বর ২০২২ বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি উপজেলা নিয়ে গঠিত পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটিতে পাঁচটি উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। বাকী ৫টি উপজেলার সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সুবিধাজনক না হওয়া ও নদী পথের কারণে প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ১৯ অক্টোবর থেকে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় ১৭ দিনের কর্মসূচি শুরু হয়।

এ জেলায় শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ প্রশাসন, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ তরুণ সাংবাদিক ও গবেষক ইয়াছিন রানা সোহেল ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক রূপা চাকমা প্রমুখ আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করেছেন।

১৯৭১-এ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা মুক্তিযুদ্ধের সময় ১ নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিলো এবং মেজর জিয়াউর রহমান এপ্রিল মাস পর্যন্ত সেক্টর প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। জুন পরবর্তী থেকে ১ নম্বর সেক্টরের প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম। মার্চ মাসে তৎকালীন ছাত্রনেতা গৌতম দেওয়ান ও সুনীল কান্তি দে-এর নেতৃত্বে জেলা সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। জেলার পাশাপাশি রামগড় ও খাগড়াছড়িতে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ২৭ মার্চ জেলা প্রশাসক এইচ টি ইমাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও মহকুমা প্রশাসক আব্দুল আলীসহ স্বাধীনতাকামী জনতা এগিয়ে এলে রাঙ্গামাটি স্টেশন ক্লাব মাঠে অস্থায়ী ট্রেনিং ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ২৯ মার্চ রাঙ্গামাটি থেকে ছাত্র-যুবকের ৬০ জনের একটি দল প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে রওয়ানা হয়।

১৪ এপ্রিল সড়ক পথে রাণীরহাট হয়ে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় প্রবেশ করে শহর নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ডিসি বাংলো, বন বিভাগ বাংলো উত্তর ও দক্ষিণ, স্টেশন ক্লাব, কোর্ট বিল্ডিং ও থানা দখল নিয়ে ক্যাম্প স্থাপন করে এবং প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে রাঙ্গামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়। পাকিস্তানি বাহিনীকে সহযোগিতা করে বন রেঞ্জ কর্মকর্তা ও রাঙ্গামাটি টাউন কমিটির সভাপতি।

১৫ এপ্রিল তিন দলে বিভক্ত হয়ে একটি

দল জেলা প্রশাসক বাংলোর কাছাকাছি এলে সেখানে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনী অস্ত্রসহ আব্দুল শুকুর, এস এম কামাল, শফিকুর রহমান, আব্দুল বারী, আবুল কালাম আজাদ, ইফতেখার, মো. মামুন ও ইলিয়াসকে ধরে ফেলে। ধৃত মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে আব্দুল কালাম আজাদ ও আব্দুল বারী ছাড়া বাকীদের নির্মম অত্যাচার চালিয়ে মানেকছড়িতে নিয়ে হত্যা করে। এস এম কামাল মাঝির বেশে তাদের চোখ ফাকি দিয়ে পালিয়ে যায়। পার্বত্য জেলার উল্ল্যেখযোগ্য গণহত্যা গুলো- রাঙ্গামাটি শহর, নানিয়ারচর, কাপ্তাই কেপিএম ও কাপ্তাই পিডিবি। জেলার উল্ল্যেখযোগ্য যুদ্ধ- মহালছড়ি, বরকল, বুড়িঘাট যুদ্ধ, কুতুকছড়ি, রাঙ্গামাটি পানিপথ (ডক ইয়ার্ডের পাশে), বাঘাইছড়ি, দুধছড়ি বাজার, লংগদু মাইনি যুদ্ধ, রাজস্থলী বাজার ও কাউখালী রাবার বাগান যুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় মৃত্তিকা চাকমার 'মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস' এবং তরুণ গবেষক ইয়াছিন রানা সোহেলের কাপ্তাই

৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স ও আমার অভিজ্ঞতা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃক দ্বিতীয়বারের মতো গবেষণা পদ্ধতি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন-এর পরিচালনায় ১৪ অক্টোবর-১২ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মাসব্যাপী এ কোর্সে একজন তরুণ গবেষক হিসেবে আমার অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। সপ্তাহে দুদিন – শুক্রবার ও শনিবার বিকেল ৩টা থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ গবেষণায় আগ্রহী হওয়ার কারণে বেশ আগে থেকেই এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলাম। যদিও এ কোর্সটি সম্পন্ন করার জন্য আমাকে মাসব্যাপী পাঁচ সপ্তাহ নোয়াখালী থেকে ঢাকাতে এসে ক্লাসে অংশ নিতে হয়েছে। উল্লেখ্য, আমি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যায়ের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী।

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন পর্ব শেষে গবেষণা পদ্ধতি পরিচিতি বিষয়ক প্রথম ক্লাসটি নেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার প্রতিবন্ধকতা, গবেষণার প্রকারভেদ, কার্ড নোটিং, বিষয় নির্বাচন, ভাষা দক্ষতা, গবেষণা প্রস্তাব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। ক্লাস শেষে চা চক্রেও আমাদের সাথে গবেষণা সংক্রান্ত আলাপ করেন। পরের ক্লাসের বিষয় ছিল গবেষকের জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের পদ্ধতি সম্পর্কিত। ব্যবহারিক এ ক্লাসটি নেন ডা. এ এস এম জাবেদ আহমেদ। কীভাবে সনাতন এবং আধুনিক পদ্ধতিতে তথ্য খুঁজে পেতে পারি, এ বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। তৃতীয় ক্লাসটি ছিল মো: মোহসীন স্যারের। তিনি গবেষণা প্রস্তাবের লিখন এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। এক্ষেত্রে একটি গবেষণা প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য যাবতীয় ধাপ সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন। চতুর্থ ক্লাস অর্থাৎ দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথম ক্লাসটি ছিল গবেষণা পদ্ধতির ধারণা সংক্রান্ত। এক্ষেত্রে মাহবুব সোবহানী স্যার গুণগত, পরিমাণগত এবং মিশ্র গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা প্রদান করেন। এছাড়া গবেষণার পর্যায় নিয়েও আলোকপাত করেন। গবেষণায় নৈতিকতার গুরুত্ব নিয়ে পঞ্চম ক্লাসটি ছিল অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের। এ ক্লাসটি আমার কাছে সবচেয়ে ভাল লেগেছে। একজন গবেষকের জন্য গবেষণার ক্ষেত্রে নৈতিকতা বিষয়ে জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।

গণহত্যা এবং যুদ্ধাপরাধ গবেষণার গুরুত্ব এবং পদ্ধতি বিষয়ে ষষ্ঠ ক্লাস নেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর সহকারী অধ্যাপক ইমরান আজাদ। তিনি বাংলাদেশের গণহত্যা বিষয়ক গবেষণার নতুন দিকও তুলে ধরেন। গণহত্যা বিষয়ে আগ্রহ থাকার কারণে এ ক্লাসটি ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তম ক্লাসটি নেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গবেষণা ও লাইব্রেরি বিভাগের ব্যবস্থাপক ড. রেজিনা বেগম। গবেষণার ক্ষেত্রে মৌখিক ভাষ্য নিয়ে তার আলোচনায় গবেষণার নতুন দিক উঠে এসেছে। ওর‍্যাল হিস্ট্রি নিয়ে আমার জানার আগ্রহের পূর্ণতা ঘটেছে। ড. সাদেকা হালিম অষ্টম ক্লাসটি নেন। তবে অসুস্থতাজনিত কারণে আমার ক্লাসটিতে উপস্থিত হতে না পারার আক্ষেপ থেকেই যাবে। নবম ক্লাসটি নেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মাদ সেলিম। তিনি গবেষণার ক্ষেত্রে সাহিত্য পর্যালোচনার গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এক্ষেত্রে তিনি হোমওয়ার্কও প্রদান করেন, যা এ কোর্সের প্রাণসঞ্চার করেছে। দশম ক্লাসটি নেন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন। তিনিই মূলত এ গবেষণা কোর্সটি পরিচালনা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যের উৎস, গবেষণার সম্ভাব্য বিষয় নিয়ে আলোচনায় তিনি মুক্তিযুদ্ধের বহুমাত্রিক বিষয় নিয়ে গবেষণার উপর গুরুত্বারোপ করেন। মুক্তিযুদ্ধের ৫১ বছরে এসে মুক্তিযুদ্ধ গবেষণার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা এবং এ থেকে উত্তোরণের বিষয়াবলী নিয়ে তথ্য প্রদান করেন। একাদশ ক্লাসটি ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দারা শামসুদ্দিন এবং অধ্যাপক রেজাউল রনির। তারা মূলত গবেষণার যৌক্তিকতা এবং গবেষণা পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি পর্বে আলোচনা করেন। গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যের উৎস, সূত্র এবং উদ্ধৃতি ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ে এ কোর্সের দ্বাদশ ক্লাসটি সম্পন্ন হয়েছে। তথ্য-উপাত্ত নির্বাচন, সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও অনুমান গঠনের বিষয়ে ত্রয়োদশ ক্লাসটি নিয়েছেন ড. মোহাম্মাদ সেলিম। চতুর্দশ ক্লাসে গবেষণার আইনি উপকরণ নিয়ে চমৎকার আলোচনা করেন ফউজুল আজিম। গেজেট, আইন প্রণয়ণ প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন বিষয় উদাহরণ হিসেবে দাঁড় করিয়ে গবেষণায় এগুলো ব্যবহারের পদ্ধতি নিয়ে তিনি আলোচনা করেন।

পঞ্চদশ ক্লাসে গবেষণায় মানচিত্র প্রণয়নের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন অধ্যাপক দারা শামসুদ্দিনএবং অধ্যাপক রেজাউল রনি। এক্ষেত্রে আমরা দুটি কেইস স্টাডি'র মাধ্যমে মানচিত্র প্রণয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। কোর্সের শেষ ক্লাসটি নেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভূমিকা এবং তরুণ গবেষকদের সম্ভাবনার বিষয়ে তিনি ইতিবাচক ধারনা প্রদান করেন।

এ কোর্সের মাধ্যমে গবেষণা করার ক্ষেত্রে যেমন উৎসাহ পেয়েছি, একইভাবে সঠিক নিয়মে গবেষণার পথও খুঁজে পেয়েছি। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা তরুণ গবেষকদের মনোভাব, গবেষণা নিয়ে তাদের ভাবনা–সব মিলিয়ে জ্ঞান আহরণের এক মহা সুযোগ পেয়েছি। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রথিতযশা গবেষকগণ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। তাঁদের কাছ থেকে কিছু শিখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমাকে এমন একটা কোর্সে অংশ নেওয়ার সুযোগ প্রদানের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ধন্যবাদ। আশা করছি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ হিসেবে কাজ করে যাবো।

মো: রিয়াদ হোসেন

একজন ডাক্তার দিলীপ মহলানবীশ ও শরণার্থী শিবিরে কলেরা মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই

মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নেয়া প্রায় এক কোটি শরণার্থীর জন্য আশ্রয় শিবিরগুলো স্থাপন করা হয়েছিল নিম্নজলাভূমির কাছাকাছি নিম্নাঞ্চলে- যেখানে একই সঙ্গে পায়খানা এবং শৌচকাজ করা সম্ভব। সুপেয় পানির অভাবে এসব জলাধার ছিল একসাথে স্নানাহার, মলত্যাগ, শৌচকাজ এবং খাবার পানির উৎস। মে মাসের দিকে বৃষ্টি শুরু হলে বৃষ্টিতে সয়লাব হয়ে যাওয়া শরণার্থী শিবিরের জল কাদার সাথে শরণার্থীদের মলমূত্র রোগ জীবাণু মিলে মিশে ক্যাম্পগুলোতে পরিবেশগত এবং জনস্বাস্থ্যগত দিক থেকে এক বিতিকিচ্ছিরি এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা তৈরি হয় এবং মে মাসের শেষ দিকে শরণার্থী শিবিরে কলেরার মহামারী দেখা দেয়।

কলেরা রোগ নির্ণয় নিশ্চিত হওয়ার পর ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ত্বরিৎ গতিতে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মজুদে থাকা সকল কলেরার টিকা এবং কলেরা স্যালাইন শরণার্থী শিবিরে সরবরাহ করে। একই সাথে বিভিন্ন হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়াতে শুরু করে। সকল চেষ্টার পরেও কলেরা মহামারিতে শরণার্থী শিবিরে তিন লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারান। এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি হতো যদি ডাক্তার দিলীপ মহলানবিশ নামের একজন ডাক্তার এগিয়ে না আসতেন এবং ইতিহাসে প্রথমবারের মতো খাবার স্যালাইনের ব্যাপক প্রয়োগ না করতেন।

খাবার স্যালাইন বা ওআরএস-এর আবিস্কারক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঢাকার কলেরা রিসার্চ হাসপাতাল যা পরবর্তীতে আইসিডিডিআরবি-এর নাম উচ্চারিত হয়। তারা ১৯৬৮ সালের আগস্ট মাসেই ল্যানসেট পত্রিকায় তাদের আবিষ্কারের কথা জানান। আবিষ্কার মানেই সবাই তা সাথে সাথে জেনে যাবে এবং চর্চা করতে শুরু করবে- তা নয়। যদি তাই হত তাহলে ১৯৬৮ সালে আবিষ্কৃত এবং হাসপাতালে ট্রায়ালের কথা ১৯৭০ সালে ল্যানসেটে প্রকাশিত হবার পরেও শরণার্থী শিবিরে যখন কলেরার মহামারীতে বিভিন্ন শিবিরে প্রতিদিন শত শত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে তখন একটি শিবিরেও চিকিৎসা হিসাবে খাবার স্যালাইন ব্যবহৃত হয়নি; চিকিৎসক বা নার্সরা খাবার স্যালাইনের কথা জানতোও না। ঠিক এমনি একটি সময়ে কলেরা মহামারী নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসেন ডাক্তার দিলীপ মহলানবীশ- কলেরা গবেষণায় একজন দিকপাল। তখন তিনি ছিলেন জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর মেডিকেল রিসার্চ এন্ড ট্রেইনিং-এর পরিচালক; এবং শিশুদের ডায়রিয়া জাতীয় সংক্রামক ব্যাধি গবেষণায় নিয়োজিত। কলেরার মহামারী শুরু হলে সরকারের আহ্বানে তিনি গবেষণা কার্যক্রম বন্ধ করে কলেরা মহামারী নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করেন। জুনের ২৪ তারিখে তিনি কলকাতা থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে সীমান্তবর্তী মহকুমা শহর বনগাঁ পৌছান।

২০০৯ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন 'কলেরার কারণে অনেক মৃত্যু হয়েছে; অনেক ভয়ংকর কাহিনী। যখন আমি পৌছালাম আমি হতবাক হয়ে গেলাম। বনগাঁয়ের হাসপাতালের দুটি রুম মারাত্মকভাবে অসুস্থ কলেরা রোগীতে পরিপূর্ণ; সবাই মাটিতে শুয়ে আছে। তাদেরকে (মেঝেতে শুয়ে থাকা রোগীদের) শিরায় স্যালাইন দিতে হলে আপনাকে তাদের মলমূত্র এবং বমির উপর আক্ষরিকভাবেই হাঁটু গেড়ে বসে দিতে হবে। পৌছানোর ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই আমি বুঝতে পারলাম আমরা এই যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি; কারণ আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ শিরায় দেবার স্যালাইন নেই এবং আমার টিমের মাত্র দুইজন শিরায়

স্যালাইন দেয়ার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।'

তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলেন যে কলেরায় আক্রান্ত রোগীদের বাঁচাতে হলে তাদেরকে খাবার স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে। ঢাকা এবং তাদের কেন্দ্রের গবেষণার ফলাফলের প্রেক্ষিতে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যেসব রোগী মারাত্মকভাবে সংকটাপন্ন শুধু তাদেরকেই দুই থেকে তিন লিটার স্যালাইন শিরাতে দিয়ে পানিশূন্যতা এবং এসিডোসিস কাটিয়ে তাদেরকে খাবার স্যালাইন খেতে দিবেন। যাদের অবস্থা সংকটাপন্ন নয় তাদেরকে প্রথম থেকেই খাবার স্যালাইন মুখে খেতে দেয়া হবে। যেহেতু তাদের স্যালাইনের স্টক ফুরিয়ে যাচ্ছিল তাই তারা অত্যন্ত রক্ষণশীলভাবে স্যালাইন ব্যবহার করেছেন। গবেষণা সেন্টারের লাইব্রেরিতে বাজার থেকে গ্লুকোজ পাউডার, লবণ এবং খাবার সোডা কিনে আনলেন। তারপর সেগুলো ওজন করে মেপে এমনভাবে মেশালেন যাতে করে প্রতি লিটারে ২২ গ্রাম গ্লুকোজ, ৩.৫ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং ২.৫ গ্রাম সোডিয়াম বাই কার্বনেট থাকে। নিয়ম অনুযায়ী পটাশিয়াম সাইট্রেট বা অন্য কোনো পটাশিয়াম লবন দেবার কথা ছিল। কিন্তু স্থানীয় বাজারে তা সহজলভ্য না থাকায় তা দেয়া হয়নি। লাইব্রেরি রুমে পলিথিনের ব্যাগে মেপে মেপে দুই সাইজের প্যাকেট তৈরি করা হলো- একটি চার লিটারের অপরটি ১৬ লিটারের। প্যাকেটগুলো ইস্ত্রি গরম করে সীলগালা করা হতো। তারপর সেগুলো প্রতিদিন নিয়ে যাওয়া হতো বনগাঁয়ে। সেখানে নিয়ে পানিতে গুলিয়ে রোগীদের মগে সরাসরি ঢেলে দেয়া হতো এবং পরের দিকে রোগীদের আত্মীয়-স্বজনদের কাছে নিয়ম বুঝিয়ে দিয়ে নিজেদের বানিয়ে নিতে বলা হতো।

সাধারণ রোগীদের মাঝেতো বটেই এমনকি ডাক্তার নার্সরাও বিশ্বাস করতে চাইতেন না যে খাবার স্যালাইনে কাজ হবে। সংকটাপন্ন রোগির ক্ষেত্রে দুই তিনটা স্যালাইন দেবার পর যখন মুখে খাবার স্যালাইন দেয়া হতো- প্রথম প্রথম রোগীরা আরো স্যালাইন দেবার জন্য কাকুতি মিনতি করতেন। তখনই এর নাম দেয়া হয়- খাবার স্যালাইন। বলা হতো- যে একটা হলো শিরায় দেবার স্যালাইন আর এটা হলো মুখে 'খাবার স্যালাইন'। খাবার স্যালাইন নামের প্রচলন শরণার্থী শিবিরের কলেরা চিকিৎসা থেকেই। দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যেই বোঝা গেল যে খাবার স্যালাইন কলেরার চিকিৎসায় কার্যকর; ভালো কাজ করছে। এর বানানোর উপাদানগুলো আশেপাশে সহজেই পাওয়া যায় এবং সাধারণ স্বাস্থ্যকর্মীরাই এটা বানাতে পারেন এবং সাধারণ মানুষ এটা সহজেই ব্যবহার করতে পারেন। জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে নতুন রোগী ভর্তির চাপ কমে আসতে শুরু করে; দিনে ৬০ জনের মত করে; আর আগস্টের শেষে এসে তা স্তিমিত হয়ে যায়। কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল- ৩,৭০০ রোগী খাবার স্যালাইনে চিকিৎসা পেয়েছে এবং সেখানে মৃত্যুহার ছিল ৩.৬ শতাংশ মাত্র যেটা অন্যত্র প্রায় ৩০ শতাংশ।

ডাক্তার দিলীপ মহলানবীশকে বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের জন্য মৈত্রী সম্মাননায় ভূষিত করেছেন। ডাক্তার দিলীপ মহলানবীশ ৮৭ বছর বয়সে কলকাতার একটি হাসপাতালে মারা যান। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে ও পরিবার পরিজনসহ নিকটজন ও সহকর্মীদের সমবেদনা জানাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধকালে অগণিত কলেরা রোগীর জীবন বাঁচানো ডাক্তার দিলীপ মহলানবীশের খাবার স্যালাইন প্রয়োগের উদ্যোগকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে।

ড. খাইরুল ইসলাম, ওয়াটার এইড
কান্ট্রি ডিরেক্টর, সাউথ এশিয়া

রূপের রাণী রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

৬-এর পৃষ্ঠার পর

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (পিডিবি) 'গণহত্যা' ও অবিভক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা 'রাঙ্গামাটিতে বঙ্গবন্ধু' বই প্রকাশিত হয়েছে জানা যায়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বিজয়ের একদিন পর ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ হানাদার মুক্ত হয়।

অন্যান্য জেলার মত রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন সময়ে তরুণ সাংবাদিক ও গবেষক ইয়াছিন রানা সোহেলের কাছ থেকে জানা যায় বঙ্গবন্ধু ১৯৭০-এর পূর্বে রাঙ্গামাটিতে বেশ কয়েকবার এসেছিলেন কিন্তু সাল ও তারিখ নির্দিষ্টভাবে কেউ বলতে না পারায় পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানা সম্ভব হয়নি। দেশ স্বাধীনের পর বঙ্গবন্ধু তিনবার রাঙ্গামাটি জেলা সফর করেন। প্রথমবার ১৯৭৩ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি, দ্বিতীয়বার ১৯৭৫ সালে ১২ ফেব্রুয়ারি এবং শেষবার ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধনের জন্য সড়ক পথে চট্টগ্রাম থেকে রাঙ্গামাটিতে আসেন। বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধনের পূর্বে ভাষণ দেন এবং শেষে সুইচ টিপে ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। সেদিন বেতবুনিয়া থেকে হেলিকপ্টার যোগে বঙ্গবন্ধু কাপ্তাই যান। কাপ্তাইয়ে দুইদিন অবস্থান করেন এবং ১৬ জুন বঙ্গবন্ধু কাপ্তাই থেকে হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় ফিরে আসেন।

ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এ যাত্রায় রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা নিম্নরূপ- ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়, কাউখালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, বাঙ্গালহালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়, বন্দুকভাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয়, খারিক্ষ্যং উচ্চ বিদ্যালয়, শহীদ শামসুদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নানিয়ারচর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, নানিয়ারচর ইসলামপুর দাখিল মাদ্রাসা, শাহ্ বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয়, শহীদ আব্দুল আলী একাডেমী, রাঙ্গামাটি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাহাড়িকা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ইউসেপ আমবাগান টেকনিক্যাল স্কুল, ইউসেপ আমবাগান টিইভিটি ইনস্টিটিউট, এনায়েতপুর উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, এ কে খান ইউসেপ টেকনিক্যাল স্কুল ও এ কে খান ইউসেপ টিভিইটি ইনস্টিটিউট। এবারের শিক্ষা কর্মসূচিতে ২৫ দিনে ১৫ কার্য দিবসে ১৯ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১১৮৪৭ জন শিক্ষার্থী ও ১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬ টি উন্মুক্ত প্রদর্শনীসহ ১৮১১৭ জন সাধারণ দর্শক ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শনী দেখেন।

রঞ্জন কুমার সিংহ, কর্মসূচি কর্মকর্তা

মফিদুল হক ICMEMO-এর বোর্ড সদস্য নির্বাচিত

আন্তর্জাতিক জাদুঘর পরিষদ বা ICOM-এর আন্তর্জাতিক কমিটি International Committee of Memorial Museums in Remembrance of the Victims of Public Crimes বা ICMEMO-এর বোর্ড সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক। ১১ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন ওয়াশিংটনের হলোকাস্ট মেমোরিয়াল মিউজিয়মের কনজারভেটর জেন ক্লিনগার। আগামী তিন বছরের জন্য নির্বাচিত বোর্ড গণহত্যা ও মানবতা-বিরোধী অপরাধের স্মৃতিবহ বিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘরের মধ্যে সংহতি প্রসারে কাজ করবে। আশা করা যায়, এশীয় অঞ্চলে এই উদ্যোগের অন্যতম কেন্দ্র হবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

মাক্ রিবুর একাত্তরের আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং একজন শিক্ষার্থীর অনুভূতি

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা- এর লা গ্যালারিতে ১৪ অক্টোবর থেকে ৩০ অক্টোবর ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্বখ্যাত আলোকচিত্রী মাক্ রিবুর 'বাংলাদেশ ১৯৭১: শোক ও সকাল' শীর্ষক একক আলোকচিত্র প্রদর্শনী। প্রদর্শনীটি যৌথভাবে কিউরেট করেছেন লরেন ড্রুরে এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর- এর ট্রাস্টি মফিদুল হক। গত ১৪ অক্টোবর শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী ৩১ অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত চলে যাতে ঠাঁই পেয়েছে বিশ্বখ্যাত ম্যাগনাম আলোকচিত্রী মাক্ রিবুর তোলা মুক্তিযুদ্ধকালীন ৫০টি আলোকচিত্র। 'লা সেসিও লেসামি দ্যা মাক্ রিবু' এবং গিমে মিউজিয়ামের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। উল্লেখ্য যে; বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিগত ১৬ অক্টোবর থেকে ১৬ নভেম্বর ২০২১ একই শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুরূপ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

সম্প্রতি আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ- 'বাংলাদেশ ১৯৭১: শোক ও সকাল' প্রদর্শনী ঘুরে দেখে এবছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী নম্রতা মানস্বী বসু তার অনুভূতি তুলে ধরেছে-

ছবি সময়ের প্রতীক, সময়কে ধরে রাখার উপায়। না দেখা, ফিরে না পাওয়া সেই সময়কে ছুঁতে পারার মুষ্টিমেয় যে কতক উপায় আছে, তার মধ্যে একটি হলো আলোকচিত্র। নবপ্রজন্মের আমরা যে সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধকে চাক্ষুষ করিনি, তাদের জন্য Bangladesh 1971: Mourning and Morning শীর্ষক প্রদর্শনীটি একটি অত্যন্ত বড়ো পাওয়া। ফরাসি আলোকচিত্রী মাক্ রিবুর মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তোলা ৫০টি বাছাইকৃত আলোকচিত্র নিয়ে আয়োজিত এ প্রদর্শনীটি আমাদের আরো একবার সুযোগ করে দিলো, না দেখা ১৯৭১ কে ছুঁয়ে দেখবার, অনুভব করবার। প্রদর্শনীর ছবিগুলো সংক্ষেপে পুরো যুদ্ধকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। মাত্র কয়েকটি আলোকচিত্র অবশ্যই একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধকে তুলে ধরতে পারেনা, কিন্তু এ আলোকচিত্র প্রদর্শনী যুদ্ধের নৃশংসতা, মানবিক বিপর্যয়, বহু আকাঙ্ক্ষিত বিজয়, যুদ্ধের প্রায় সকল ক্ষেত্রকেই প্রকাশ করেছে হৃদয়স্পর্শীভাবে। যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতা, গণহত্যা, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ, শরণার্থীদের শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বেঁচে থাকা, বিজয়ের আনন্দ, সবকিছুই জীবন্ত হয়ে উঠেছে মাক্ রিবুর তোলা আলোকচিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে। যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবেশের মধ্যেও মানুষের বেঁচে থাকার প্রয়াস, বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা, শোক থেকে নতুন সূর্যকে আকাশে দেখার চেষ্টারই এক দলিল যেন Bangladesh 1971: Mourning and Morning প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি ছবিই মর্মস্পর্শী। প্রত্যেকটা দৃশ্যই যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে চোখের সামনে। আমার শোনা কোনো গল্পের সাথে কোথাও গিয়ে মিল পেয়েছি কোনো একটা ছবির, কোনো ছবির বেদনা-ভয়াবহতা জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে আমার সামনে। ১০ ডিসেম্বর জামালপুর মুক্ত হবার পর শিশুদের বাঁধভাঙ্গা আনন্দ, ১৭ ডিসেম্বর বাগেরহাট মুক্ত হবার পর আমার ছেলেমানুষ বাবার বিজয়ের আনন্দে রাস্তায় নেমে পড়বার কাহিনিকেই মনে করিয়ে দিয়েছিল

আবার। জীবন বহমান, যুদ্ধ পৃথিবী থেকে অনেক প্রাণ ঝরিয়ে দেয়, কেড়ে নেয় বহু মানুষের সহায়-সম্বল, কিন্তু তার মধ্যেও প্রাণে বেঁচে যাওয়া মানুষেরা টিকে থাকেন, আপ্রাণ চেষ্টা করেন বাঁচার, স্বপ্ন দেখেন স্বাধীন দেশে নতুন দিন দেখার, মাক্ রিবুর শরণার্থী শিবিরে তোলা আলোকচিত্রগুলো যেন সে বার্তাই দিয়ে যায় আমাদের কাছে। যুদ্ধের ভয়াবহতা সকল দেশের সকল ভাষাভাষী মানুষকেই স্পর্শ করে, মাক্ রিবুর ক্যামেরায় তোলা ছবিগুলো যেন আবারো তাই প্রমাণ করে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পূর্বেও তিনি ধারণ করেছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সংঘটিত মানবসংগ্রামের চিত্র, মানবসংগ্রামের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণই হয়তো তাঁকে এনেছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে লেন্সবন্দি করতে। এ প্রজন্মের সদস্যদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ না দেখা সত্ত্বেও একটি অত্যন্ত আবেগের জায়গা। না দেখা সেই সময়কে অনুভব করার আরো একটি সুযোগ ছিলো আঁলিয়াস ফ্রাঁসেসে আয়োজিত দুই সপ্তাহব্যাপী Bangladesh 1971: Mourning and Morning প্রদর্শনী।

নম্রতা মনস্বী বসু

রাঙ্গামাটিতে সহজে চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা

প্রকৃতির অপরূপ রূপের রাঙ্গামাটিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য মোবাইল ফোনের সাহায্যে ১ মিনিট দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা গত ১১ ও ১২ অক্টোবর ২০২২ কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পূর্বে এই কর্মশালা নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা মহানগর, সিলেট, রংপুর, হবিগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও চট্টগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত হয়। করোনাকালীন সময়ে অনলাইনে এগার জেলার ২৭জন নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের নিয়ে তিন দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এবারের দুই দিনব্যাপী এক মিনিটের সহজ চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালায় তিনটি বিদ্যালয়ের ২৬ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে।

এক মিনিট সহজ চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা সুমন চাকমার সঞ্চালনায় পরিচিতি পর্বের মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে সকাল নয়টা পনের মিনিটে শুরু হয়। শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিচিতি লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং এক মিনিট সহজ চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালার বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করেন রঞ্জন কুমার সিংহ। নেটওয়ার্ক শিক্ষক রূপা চাকমা বক্তব্যে বলেন একজন নেটওয়ার্ক শিক্ষক হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নানামুখী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত এবং অনলাইন ভিত্তিক হিরোসিমা দিবস ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়কে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য জাদুঘরের ট্রাস্টিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানের সভাপতি প্রধান শিক্ষক চন্দ্রা দেওয়ান বক্তব্যের শুরুতে বলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর শহরে অবস্থিত বিদ্যালয় গুলোকে নির্বাচন না করে উপজেলা পর্যায়ে ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয়কে মনোনীত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের কাছে নতুন মাত্রার এই উদ্যোগের সাথে ঘাগড়া উচ্চ বিদ্যালয় ছাড়াও রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয় ও রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের এই কর্মশালায় অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে এক মিনিট সহজ চলচ্চিত্র নির্মাণ কর্মশালা দুই পর্বে বিভক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয় প্রথম পর্বে সিনেমা কি এবং তৈরীর কারিগরি কৌশল নিয়ে প্রশিক্ষক মিজানুর রহমান এবং সিনেমার গল্প ও ছবি ধারণ বিষয়ক কৌশল নিয়ে প্রশিক্ষক শাখ ওয়ান হোসেন সৈকত প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন। মধ্যাহ্ন বিরতির পর দ্বিতীয় পর্বে ক্যামেরার কৌশল, এডিটিং ও ভাবনা নিয়ে প্রশিক্ষকগণ আলোচনা করেন। কর্মশালার শেষ ভাগে প্রশিক্ষণার্থীদের ছয়টি দলে বিভক্ত করে তাদের কাছে থেকে প্রাপ্ত গল্পের মধ্যে ছয়টি গল্প নির্বাচন করে প্রশিক্ষণার্থীদের দলগত বাড়ির কাজ দেয়া হয়।

দ্বিতীয় দিন শুরুতে দলগত চিত্রায়িত কাজগুলো নিয়ে কীভাবে এডিটিং করে এক মিনিটে সিনেমা তৈরী করা যায় তা হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের গল্প নিয়ে ধারণকৃত ছবিগুলো নিজেরা এডিটিং করে প্রশিক্ষকদের কাছে জমা দেন। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় আয়োজিত দুই দিনের এই কর্মশালায় ছয়টি দলের প্রশিক্ষণার্থীরা ৮টি এক মিনিটের চলচ্চিত্র নির্মাণ করে জমা দেয়। এ কর্মশালা চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও চট্টগ্রামের সাফল্যের পর পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির কর্মশালাও সফল হয়েছে।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী

জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর অনন্য উপহার

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি' আয়োজিত বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালায় 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং ইতিহাসের পুনর্পাঠ' বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক। গত ১৯ অক্টোবর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরসি মজুমদার মিলনায়তনে এই বক্তৃতামালা আয়োজিত হয়। তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' রাজনৈতিক সাহিত্য, আত্মজীবনী, কথাসাহিত্য, কারাসাহিত্য এবং সর্বোপরি বাংলার ইতিহাসের কতক 'Defining Moments' সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে এমন গভীরতা-সম্পন্ন মূল্যায়ন আমাদের সামনে হাজির করে যা তুলনাহীন। এই গ্রন্থপাঠ অনেকভাবে আমাদের প্ররোচিত করবে ইতিহাসের পুনর্নির্মাণে, যা এক অনন্য দুর্লভ অবদান। বাঙালি সত্তা ধারণ করে অসাম্প্রদায়িক মুক্তিচেতনার দিশারী ব্যক্তিত্বের দীর্ঘ সংগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ পর্ব এ গ্রন্থে উপস্থাপিত হয়েছে, তাৎপর্যে যা বিশাল। বিশেষের মধ্যে সমগ্রের রূপ আমরা এখানে খুঁজে পেতে পারি, তবে সেজন্য প্রয়োজন অনুশীলন, অনুসন্ধান ও অধ্যবসায়। বাঙালি জন-ইতিহাসের নতুন পাঠ নিতে আমাদের বারবার ফিরতে হবে জাতির জন্য জাতিরাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনন্য উপহার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-তে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official